নির্বাচনের স্লোগান নয় আন্তরিক হোন

মোস্তাফা জব্বার

গত ২৬ আগস্ট একটি দৈনিক পত্রিকার খবরে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীতনয় সজীব ওয়াজেদ জয় তার ফেসবুক পেজে ঘোষণা করেছেন তার দল আওয়ামী লীগ আরেকবার জয়ী হলে তিনি ইন্টারনেটের দাম প্রতি এমবিপিএস ২০০ টাকা করবেন। ইন্টারনেটের দাম কমানোর এ ঘোষণায় এটি প্রতীয়মান হয়, ইন্টারনেটের বিদ্যমান দাম অযৌক্তিক এবং জয়ের ঘোষণা অনুযায়ী ইন্টারনেটের দাম তলানিতে নামিয়ে আনা যায়। এতে এটিও প্রমাণ হয়, সরকার ইন্টারনেটের দামের বিষয়ে যত্নবান নয় এবং যদি আন্তরিক হয়, তবে আমরা ইন্টারনেটের সুবর্ণ যুগে এখনই পৌঁছতে পারব। জয় যদি বিরোধী দলে থেকে এমন একটি ঘোষণা দিতেন, তবে আমরা সবাই মিলে জয়ের দলকে জিতিয়ে ইন্টারনেটের দাম কমানোর আন্দোলনে নামতাম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জয়ের দল আওয়ামী লীগ এখনও সরকার পরিচালনা করছে এবং জয়ের মা জননেত্রী শেখ হাসিনা ইচ্ছে করলে একটি সরকারি আদেশ জারি করেই ইন্টারনেটের দাম প্রতি এমবিপিএস প্রতি মাসে ২০০ টাকায় নামিয়ে আনতে পারেন। এটিও জয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়া যায়, দেশের মানুষ তার দলের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিল বলেই দলটি বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতাসীন হতে পেরেছে। ফলে আমরা জয়ের কাছে অনুরোধ করব, তিনি যেনো আগামী নির্বাচনের ভোটের কথা না ভেবে, ফেসবুকে ইন্টারনেটের দাম কমানোর অনুরোধ না করে তার প্রধানমন্ত্রী মাকে দিয়ে ইন্টারনেটের দাম কমানোর আদেশটি এখনই জারি করিয়ে নেন।

ইন্টারনেট নিয়ে নানা জটিলতা আছে। ইন্টারনেটের এসব জটিলতা সবার সামনে খুব সংক্ষেপে আরেকবার তুলে ধরতে চাই।

ইন্টারনেট মৌলিক অধিকার : প্রথমত এ বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার, ইন্টারনেট আর দশটা সাধারণ বিষয়ের মতো আলোচনার বিষয় নয়। আজকের পৃথিবীতে ইন্টারনেট এমন একটি বিষয়, যা দিয়ে ডিজিটাল রূপান্তরের সব কাজই করা হয়। আমাদের চারপাশের জীবন এখন ইন্টারনেটনির্ভর। মানুষে মানুষে যোগাযোগ হোক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যবসায়ের কাজ হোক, শিক্ষা বা চিকিৎসার বিষয় হোক; সবই এখন ইন্টারনেটনির্ভর। আমি এ সভ্যতাকেই ইন্টারনেট সভ্যতা বলি। আমি মনে করি, মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়ার মৌলিক অধিকারের মতোই ইন্টারনেট পাওয়ার মৌলিক অধিকার রয়েছে। এটি একটি অতি নিত্যপ্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার। আমি যদি পারতাম, তবে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশের মানুষের ইন্টারনেট পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতাম। এ কাজটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও করতে পারেন। সংবিধানের নতুন একটি সংশোধনী এনে তিনি দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে ইন্টারনেটকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

ইন্টারনেটের গতি : বাংলাদেশের ইন্টারনেটের দুটি বড় সমস্যার একটি হলো এর গতি। দেশের সোয়া তিন কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর তিন কোটিই মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। মোবাইলের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা প্রযুক্তিগত কারণেই ইন্টারনেটে গতি পান না। এর ফলে ইন্টারনেটের প্রকৃত স্বাদ এই ব্যবহারকারীরা মোটেই নিতে পারেন না। আমি লক্ষ করেছি, ঢাকা-চট্টগ্রাম বা আরও দুয়েকটি স্থানে ইন্টারনেটের গতি পাওয়া গেলেও দেশের অন্য কোনো স্থানে ইন্টারনেট ব্যবহার করা খুবই কষ্টকর। বাস্তবতা হচ্ছে, মোবাইল ফোনে টুজি বা ২.৫ জিতে যে গতি পাওয়া যায়, তা কোনোভাবেই ইন্টারনেটকে ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত নয়। আমরা বহুদিন ধরেই বলে আসছি, অন্তত থ্রিজি নেটওয়ার্ক যদি চালু করা যায়, তবে ইন্টারনেটের গতি নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হবে। দুর্ভাগ্য, শেখ হাসিনার সময়কালের প্রায় পুরোটাই টেলিকম মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি শুধু লাইসেন্স দিতেই খেয়ে ফেলল। ৮ সেপ্টেম্বর ১৩ এ লাইসেন্সের নিলাম হওয়ার কথা। তবুও যদি শেষ পর্যন্ত থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া সফলতার সাথে শেষ হয় এবং অপারেটরেরা সহসাই দ্রুতগতির থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু করে, তবে এ সঙ্কট থেকে উত্তরণ ঘটানো যেতে পারে।

ইন্টারনেটের দাম : বাংলাদেশের ইন্টারনেট প্রসারের সবচেয়ে বড় অন্তরায় এর খরচ। আমরা এখন ৩-৪ কিলোবাইট গতির ইন্টারনেটের জন্য যে অর্থ খরচ করি, তা দিয়ে উন্নত দেশ এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার আরও অনেক দেশেই ১ এমবিপিএস গতি পাওয়া যায়। বিশ্বের অনেক শহরের পুরোটাই বিনামূল্যে ওয়াইম্যাক্সের সুবিধা পায়। কার্যত বিশ্বের কোনো দেশেই এত বেশি অর্থ দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় না। এক সময় এই ব্যান্ডউইডথের খরচ ১ লাখ ২৭ হাজার টাকা ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় এটি ২৮ হাজার টাকা ছিল। বর্তমান সরকার সেই হারকে ৪৮০০ টাকায় নামিয়েছে। কিন্তু প্রথমত এ দাম কমানোর সুবিধাটি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়নি। অন্যদিকে সরকারের এ খাতে প্রতি এমবিপিএস ২৫০ টাকার বেশি খরচ হয় না। ফলে প্রকৃত খরচের ২০ গুণ বেশি দামে ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করার সরকারি প্রয়াস কোনোভাবেই সরকারের ঘোষিত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমনকি সরকার এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের অনুরোধ বা বক্তব্যও শুনে না।

ইন্টারনেটের খরচের জন্য শুধু ব্যান্ডউইডথের দাম নয়, ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এর ওপর আরোপিত শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট। এটি প্রত্যাহার করার জন্য বছরের পর বছর অনুরোধ করা হলেও তা প্রত্যাহার করা হয়নি। এমনকি কমানোও হয়নি। অর্থমন্ত্রী বারবার কথা দিয়েও কথা রাখেননি।

মাসিক কমপিউটার জগৎ পত্রিকার জুলাই ২০১৩ সংখ্যায় ইন্টারনেটের খরচ বিষয়ক কিছু পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে সেখান থেকে কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হলো। প্রথমত, ব্যান্ডউইডথের কেনা দামের কথা বলা যায়। বাংলাদেশে ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের দাম এখন ৪৮০০ টাকা। কমপিউটার জগৎ-এর মতে, যুক্তরাষ্ট্রে এটি ৭ ডলার বা ৫৬০ টাকা। আমরা খুঁজে দেখেছি, যুক্তরাজ্যে ৩০ এমবিপিএস আনলিমিটেড কেনা যেতে পারে মাত্র ৪ পাউন্ডে। যুক্তরাজ্যের দামটি বস্তুত আমাদের কল্পনারও বাইরে। আমাদের দেশের যেকেউ মনে করবে এ মূল্য এদেশে কবে আসবে– এক প্রজন্ম তো দূরের কথা, কয়েক প্রজন্ম পরেও কি আমাদের ইন্টারনেটের দাম এ পর্যায়ে নামবে?

সরকারের ব্যান্ডউইডথের দামই শুধু সমস্যা নয়। কমপিউটার জগৎ-এর খবরে প্রকাশ, ৪৮০০ টাকা দামে ব্যান্ডউইডথ কিনে গ্রামীণফোন ৪৩ হাজার থেকে ৬০ হাজারে, রবি ৩৮ হাজার থেকে ৫০ হাজারে, এয়ারটেল ৩৮ হাজার থেকে ৪৫ হাজারে, বাংলালিংক ৩৩ হাজার থেকে ৪০ হাজারে এবং টেলিটক ৩০ ▸

হাজার থেকে ৪০ হাজারে বিক্রি করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মোবাইল অপারেটরদের এসব প্যাকেজ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির কোনো বক্তব্য নেই। এটি প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়, বিটিআরসি গ্রাহকদের স্বার্থ দেখার বদলে মোবাইল অপারেটরদের দালালি করছে। আমরা লক্ষ করেছি, বিটিটিবি ও বেসরকারি ইন্টারনেট সেবাদানকারীরা সরকারের কাছ থেকে ৪৮০০ টাকায় ব্যান্ডউইডথ কিনে ২০০০ টাকায় বিক্রি করছে। মোবাইল অপারেটরেরা কেনো এমনটি করতে পারছে না সেটি আমরা বুঝতে অক্ষম। স্মরণে রাখা ভালো, একটি ব্যান্ডউইডথ ইন্টারনেট সেবাদানকারীরা গড়ে ১০ জনের কাছে বিক্রি করে থাকে। ফলে ৪৮০০ টাকার ব্যান্ডউইডথ মূল্য আসলে ৪৮০ টাকায় নেমে আসে।

মাত্র ৬৩৬ টাকা : আমরা হিসাব করে দেখেছি, সরকার এখন ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করে যে রাজস্ব আয় করে, সেই রাজস্ব বহাল রেখেই ব্যান্ডউইডথের দাম ৩০০ টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যান্ডউইডথের দাম ও ব্যবহারের একটি হিসাব করছি। বর্তমানের দর ৪৮০০ টাকা প্রতি এমবিপিএস হিসেবে সরকার প্রতি মাসে প্রতি গিগাবাইটে ৪৯ লাখ ১৫ হাজার ২শ' টাকার রাজস্ব পায়। এর অর্থ সরকার মোট ২২ জিবিপিএস ব্যবহার হওয়া ব্যান্ডউইডথ থেকে ১০ কোটি ৮১ লাখ ৩৪ হাজার ৪০০ টাকার রাজস্ব পায়। একই পরিমাণ রাজস্ব যদি ১৬৬ জিবিপিএস থেকে পেতে হয়, তবে ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ মাত্র ৬৩৬ টাকা ১৫ পয়সায় বিক্রি করতে পারে। এই হারটি ইন্টারনেটের জন্য আরও কমানো যায়। আমি ৩০০ টাকায় প্রস্তাব করছি এজন্য যে, আন্তর্জাতিক ফোনকলের জন্য যে ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার হবে সেটি কমানোর প্রয়োজন নেই। ফলে ফোনকল থেকে যে বাড়তি রাজস্ব পাওয়া যাবে তা থেকে ৩৩৬ টাকা ইন্টারনেটে কম নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সরকারের একটিই লক্ষ্য থাকবে যাতে আমাদের কাছে থাকা পুরো ব্যান্ডউইডথটি ব্যবহার হয়। আমি নিশ্চিত প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের দাম ৩০০ টাকায় নামিয়ে আনা হলে আমরা নিজেরাই পুরো ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করতে পারব। সরকার যদি সরকারি খাতের ব্যান্ডউইডথের দাম ৩০০ টাকায় নামিয়ে আনতে পারে, তবে খুচরা পর্যায়ে ৫০০ টাকায় নামিয়ে আনা যাবে।

ভ্যাট কি অতি প্রয়োজনীয় : সরকারের ভ্যাট নিয়েও একটি হিসাব করা যায়। সরকার এখন যে ২২ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করে তাতে সাকুল্যে মাসে ১ কোটি ৬২ লাখ ২০ হাজার ১৬০ টাকা ভ্যাট পায়। তবে এর সিংহভাগ টেলিকমিউনিকেশন খাতেই ব্যবহার হয়। ফলে যদি সরকার ভ্যাট পুরোপুরি প্রত্যাহারও করে, তবে মাসে সরকারের ভ্যাট খাতে রাজস্ব হারাতে হতে পারে বড়জোর ৫০ লাখ টাকা। ভাবাই যায় না ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাকারী সরকার কেনো মাসে ৫০ লাখ টাকার ভ্যাট প্রত্যাহার করতে পারে না।

স্মরণ করা দরকার, বিশ্বের সব পণ্ডিতই মনে করেন, শতকরা ১০ ভাগ ব্রডব্যান্ড ব্যবহার বাড়লে জাতীয় আয়ে প্রভাব পড়ে শতকরা ২ ভাগ। আমরা ৫০০ টাকায় ব্যান্ডউইডথের দাম নামিয়ে আনলে ২০১৪ সালেই ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী শতকরা ২০ ভাগ বাড়বে। এর ফলে শতকরা ৬ ভাগ জিডিপি ১০ ভাগে প্রবৃদ্ধি পাবে। সরকারের বিবেচনায় থাকা উচিত, ১০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা বেশি নাকি জিডিপির শতকরা ৪ ভাগ প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বেশি। সরকারের অর্থমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, ব্রডব্যান্ড অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

সর্বশেষ : গত ২০ আগস্ট ২০১৩ বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ইন্টারনেটের দাম কমানো ও এর সাথে যুক্ত জটিলতা নিরসন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছে। একই সাথে অর্থমন্ত্রী, আইসিটি মন্ত্রী ও টেলিকম মন্ত্রীর কাছেও এ আবেদনের কপি দেয়া হয়েছে। সরকার আবেদনটি বিবেচনা করে ইন্টারনেটের মহাসড়ক দেশের মানুষের জন্য অবারিত করে দেবে– এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা কজ

ফিডব্যাক : www.bijoydigital.com

বিদেশের কাছে বিক্রি : বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া ও বাংলাদেশ-ভারতের পত্রিকার খবরের সূত্রে জানা গেছে, সরকার গত ১৩ আগস্ট ১০০ গিগাবাইট গতির ব্যান্ডউইডথ ভারতের কাছে ১ কোটি ডলারে বিক্রি করার চুক্তি করেছে। এ চুক্তি মোতাবেক ১০০ গিগাবাইটের জন্য ভারত বছরে ১ কোটি ডলার বা বর্তমান হারে ৭৮ কোটি টাকা দেবে। আমরা হিসাব করে দেখেছি, এর ফলে বাংলাদেশ প্রতি গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করে বছরে ৭৮ লাখ টাকা করে পাবে। এর ফলে মাসিক পাওয়া যাবে ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। মেগাবাইট হিসেবে এর দাম পড়বে ৬৩৪ টাকা ৭৬ পয়সা। এতে বোঝা যায়, সরকার আমাদের ওপরে বর্ণিত হিসাবটিই ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে।

আমরা সেজন্যই দাবি করতে পারি, ভারতে রফতানিতে যে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে নির্ধারণ করতে কোনো অসুবিধাই নেই। যদি সেটি না হয়ে দেশের জন্য ৪৮০০ টাকা ও বিদেশের জন্য ৬৩৪ টাকা ৭৬ পয়সা নির্ধারণ করা হয়, তবে তা কোনোভাবেই দেশের মানুষের কাম্য হতে পারে না। এ বৈষম্য আমাদের কারও কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।